দৈনিক ইত্তেফাক

173

তারিখ SEP 12 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

অনার্স এবং পাস কোর্সে ভর্তি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইয়াছে। কিছুদিন পর হইতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে অনার্স ও ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে। বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই সীমিত সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র কয়েক হাজার সৌভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইবার সুযোগ পায়। অবশিষ্ট শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হইতে হয়। তবুও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে ভর্তির পরে। অবশ্য মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত সর্বপ্রথম ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়। ইহার অনেক পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কলেজে অনার্স বা পাস কোর্সে ভর্তি হইয়া থাকে। কারণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভরসা করিয়া থাকিলে এবং সেখানে ভর্তি হইতে না পারিলে বৎসর নষ্ট হইয়া যাইবে। পরবর্তী সময়ে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়, তাহারা কলেজ হইতে চলিয়া যায়। ইহার ফলে একদিকে যেমন কলেজগুলিতে অনেক আসন শূন্য হয়, অপরদিকে একাধিকবার ভর্তি হইবার ফলে অর্থের অপচয় হইয়া যায়। কলেজের শূন্য আসনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়তো সম্ভব হয়। কখনো আবার অধিক অর্থের বিনিময়ে ভর্তির অভিযোগও পাওয়া যায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সর্বাগ্রে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এই ধরনের বিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আবুল কালাম আজাদ,
গ্রাম ও ডাকঃ বাগধা,
জেলাঃ বরিশাল।